



Bangladesh Power Development Board

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবহারের আদি কথা

আজ থেকে প্রায় সোয়াশ বছর আগের কথা। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার ভাওয়াল পরগনার রাজা পূর্ববঙ্গের প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী হিসেবে পরিচিতি। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই তিনি সর্বপ্রথম বিলাত থেকে আমদানী করা জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রাজবাড়ী আলোকিত করেন। আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে যোজন যোজন দূরত্বে থাকা ভাওয়ালবাসীর কাছে রাজকীয় ও সৌখিন এ প্রয়াস শুধুমাত্র বিস্ময়বোধের উদ্রেকই করেনি, এর সার্বজনীন ব্যবহারের গুরুত্ব বোধকেও জাগ্রত করে তোলে।

এরপর ১৯০১ সালে ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহর NWPGL-2021 বাসভবনে একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়। ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর মি. বোল্টন নামে জনৈক ব্রিটিশ নাগরিক আহসান মঞ্জিলে সুইচ টিপে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহের সূচনা করেন। APSCL-2021 নবাব আহসানউল্লাহর অর্থানুকূলে অষ্টাভিয়াস স্টিল নামক কোম্পানি তৎকালীন ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সড়ক ও আহসান মঞ্জিলসহ পর্যায়ক্রমে ঢাকার কয়েকটি অভিজাত ভবনকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় এনেছিল। এই কোম্পানির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কম থাকায় তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ শুধু অভিজাত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯১৯ সালে 'ডেভকো' নামক ব্রিটিশ কোম্পানির মাধ্যমে ঢাকায় সীমিত আকারে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার প্রথম বাণিজ্যিক বিকাশ শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে ওই কোম্পানি ঢাকার পরীবাগে প্রায় ৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'ধানমণ্ডি পাওয়ার হাউজ' নির্মাণ করে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকার অভিজাত বাসিন্দারা ছিল এই বিদ্যুতের গ্রাহক, যা তাদের অভিজাত্যের মুকুটে সংযুক্ত করেছিল আরেকটি নতুন পালক।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থা মাত্র কয়েকটি কোম্পানির হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন মাত্র ১৭টি প্রাদেশিক জেলা শহরে খুব সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। সেসময় জেনারেশন ভোল্টেজ ছিল ৪০০ ভোল্ট। অধিকাংশ শহরে শুধু রাতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। তবে ব্যতিক্রম ছিল ঢাকা শহর। তখন ঢাকায় ১৫০০ কিলোওয়াটের দুটি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। আর জেনারেশন ভোল্টেজ ছিল ৬৬০০ ভোল্ট, যা সেসময়ের সর্বোচ্চ। তখন কোন দীর্ঘ ট্রান্সমিশন লাইনও ছিল না। এর পাশাপাশি কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান (চা, চিনি ও বস্ত্র শিল্প) এবং রেলওয়ে ওয়ার্কশপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঢাকেশ্বরী কটন মিলস, পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এবং চিনি কল। সবমিলিয়ে সে সময় দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ২১ মেগাওয়াট। তখন দেশে বিদ্যুতের কোনো কোন সঞ্চালন (ট্রান্সমিশন) ব্যবস্থাও ছিল না।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এ ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ১৯৪৮ সালে গঠিত হয় ইলেক্ট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট। ১৯৫৭ সালে সরকার দেশের সকল বেসরকারি পাওয়ার হাউজ ও বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন অধিগ্রহণ করে। ১৯৫৯ সালে ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ওয়াপদা) গঠনের পর বিদ্যুৎ খাতে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। ১৯৬০ সালে ইলেক্ট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট ওয়াপদার সাথে একীভূত হয়। সে সময় সিদ্ধিরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনাতে কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল সিদ্ধিরগঞ্জ ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এখানে পর্যায়ক্রমে ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার তিনটি স্টিম টারবাইন ইউনিট স্থাপন করা হয়। ঢাকার বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সে সময় এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একই সময়ে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের অধীনে চলছিল কাণ্ডাই বাঁধ নির্মাণের কাজ। কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে সৃষ্ট ৩০০ বর্গমাইল কৃত্রিম হ্রদের পানির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এখানে প্রথমে প্রতিটি ৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুইটি ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬২ সালে। তৎকালীন সময়ে কাণ্ডাই ছিল বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পাশাপাশি কাণ্ডাই-সিদ্ধিরগঞ্জ ২৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে উভয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (সিদ্ধিরগঞ্জ ও কাণ্ডাই) একক গ্রীডের আওতায় আনা হয়। ১৯৬২ সালে কাণ্ডাই বাঁধ নির্মাণ এবং কাণ্ডাই-সিদ্ধিরগঞ্জ (চট্টগ্রাম-ঢাকা) ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের কমিশনিং ছিল দেশে বিদ্যুত উন্নয়নের একটি মাইলফলক।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ৩১ মে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে (পিও ৫৯) সাবেক ওয়াপদা থেকে পৃথক হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশকে আলোকিত ও শিল্পায়িত করার দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সমন্বিত সংস্থা হিসেবে মাত্র ৫০০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতাসহ যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)। APSCL-2021 পরবর্তীতে বিউবো'র বিদ্যুৎ সঞ্চালন, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিকট যেমন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ, ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিঃ, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো) লিঃ, নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিঃ এর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। উল্লিখিত সংস্থা/কোম্পানিসমূহের মধ্যে আরইবি, ডিপিডিসি, ডেসকো ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানিসমূহ বিউবো'র আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিউবো বর্তমানে একক ক্রেতা হিসাবে বিদ্যুতের ক্রয় ও বিক্রয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ, ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন



কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লি.; নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লি: এর এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য অংশে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

*তথ্য পরিবর্তনশীল

Public Sector	No of Power Plant	Installed Generation Capacity (MW)
BPDB	39	6349
APSCL	5	1394
EGCB	3	957
NWPGCL	7	1401
B-R Power gen	2	312
RPCL	3	182
CPGCBL	1	575
Subtotal	60	11,170 (42%)
Joint Venture		
BCPCL (JV of NWPGCL & CMC, China)	1	1244
BCPCL (JV of BPDB & NTPC, Inida)	1	617
Subtotal	2	1861 (7%)
Private Sector		
IPPs	62	9418
SIPPs (BPDB)	4	99
SIPPs (REB)	9	251
15 YR. Rental	3	147
3/5 YR. Rental	1	50
	11	852
Subtotal	90	10,817(41%)
Power Import		
Bheramara HVDC		1000
Tripura		160
Jakhondo (India), Adani Power		1496
Subtotal		2656 (11%)
TOTAL	151	26504*

Bangladesh Rural Electrification Board

১	মোট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	৮০ টি
২	অনুমোদিত প্রকল্প	৮৪ টি
৩	অন্তর্ভুক্ত জেলা	৬১ টি
৪	অন্তর্ভুক্ত উপজেলা	৪৬২ টি ((৪৬১ টি অন-গ্রিড এবং ০১ অফ-গ্রিড)
৫	শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা	৪৬২
৬	বিদ্যুতায়িত গ্রাম	৮৫,৩৩৭ টি
৭	মোট নির্মিত লাইন	৫,৮৪,৪২৮ কি.মি.
৮	মোট বিদ্যুতায়িত লাইন	৫,৩৪,৬৫৬ কি.মি.
৯	৩৩/১১ কে.ভি. সাব-স্টেশনের সংখ্যা এবং ক্ষমতা	১২৯৯ টি এবং ১৭,৪৯০ MVA



১০	সিস্টেম লস	৮.৫৬%
১১	মাসিক বিক্রয়	৩৩৭৮ কোটি টাকা
১২	বিল সংগ্রহ	৯৭.৬০%
১৩	সর্বোচ্চ চাহিদা	৯৮০১ মেগাওয়াট

প্রি-পেমেন্ট মিটার প্রকল্প

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” শ্লোগানটি সামনে রেখে 2021 সালের মধ্যে সরকার সারা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বন্ধ পরিষ্কার। উৎপাদিত বিদ্যুতের সদ্ব্যবহার ও অপচয় রোধ তথা স্বয়ংক্রিয় বিলিং সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য 2011 সালে প্রি-পেমেন্ট মিটার এর প্রবর্তন করেন। বর্তমানে প্রি-পেমেন্ট মিটারসমূহ আরো আধুনিকায়ন করে অন-লাইন স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার এর ষ্ট্যান্ডার্ট প্রণয়নকরত: 2025 সালের মধ্যে 2.0 কোটি প্রি-পেমেন্ট মিটার ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধাঃ

- প্রি-পেমেন্ট মিটারের সুবিধা (সরকার) :
- অগ্রিম রাজস্ব আদায়।
- ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ।
- পিক-লোড Fixing /Re-fixing সুবিধা।
- অটো Connection / Disconnection সুবিধা।
- পরিমিত বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহিত করণ।
- 100% সঠিক বিলিং।
- বিলিং এর জন্য জনবল খরচ হ্রাস।
- বিলিং ওভারহেড(কাগজ/কালি) হ্রাস।
- প্রি-পেমেন্ট মিটারের সুবিধা (গ্রাহক) :
- ১% রিবেট দেওয়া হচ্ছে। APSCL-2021
- আনুমানিক(ভূতুরে) বিল নাই।
- ব্যবহৃত লোড মাফিক দৃশ্যমান বিদ্যুৎ খরচ।
- অটো Connection/Disconnection সুবিধা।
- দাপ্তরিক আনুষ্ঠানিকতা হ্রাস।
- লো-ক্রেডিট এলার্ম সুবিধা।
- এমার্জেন্সী ব্যালেন্স, ফ্রেন্ডলী আওয়ার সুবিধা বিদ্যমান।
- সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির সময় মিটার বন্ধ হয় না।
- ভাড়াটিয়া কিংবা সরকারী আবাসনে বিলিং জটিলতা নিরসন।
- বিল পরিশোধে সময় সাশ্রয়।

মোট উদ্বোধন সম্পন্ন=২৮৮ শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম

২২৫.৫৫ মেওঃ জেনারেশন ক্যাপাসিটি

Rural Power Company Limited

দেশের বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল) ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক এর দপ্তর হতে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবোর্ড) এবং ০৫ (পাঁচ) টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) আরপিসিএল এর উদ্যোক্তা। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আরো ১২(বার) টি পবিস অংশীদারিত্ব লাভ করায়, বর্তমানে মোট ১৭(সতের) টি পবিস এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবোর্ড) আরপিসিএল এর শেয়ারহোল্ডার। কোম্পানী বর্তমানে উহার মালিকানাধীন ০৪ (চার) টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৯২ মেওঃ এবং যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিমিটেড এর কডডাস্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫০ মেওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করে আসছে। বছরের পর বছর ধরে আরপিসিএল নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালণ ও রক্ষণাবেক্ষনে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

PGCB : Power Grid Company of Bangladesh

Corporate Office	PGCB Bhaban, Avenue-3, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Badda, Dhaka-1212
Year of Incorporation	1996 [C-31820(941)/96]



Status	Public Limited Company (Listed)
Business	Transmission of Power
Authorized Capital	Tk. 15,000 Crore
Paid-up Capital as on 30.06.2020	Tk. 712.73 Crore
Turnover (2020-2021)	Tk. 2433.12 Crore
Net Profit before tax (2020-2021)	Tk. 135.25 Crore
Manpower as on 30 June, 2021	3387 persons

Transmission Infrastructure Information	
Transmission Line as on: September, 2023	
400kV	2,162 Circuit km
230kV	4,236 Circuit km
132kV	8,303 Circuit km
	206 Circuit km (Others)
Substation as on: September, 2023	
400kV	1 Nos. 2x500MW HVDC Back to Back station
400/230kV	6 Nos. 8,755 MVA
	2 Nos. 1,690 MVA (Others)
400/132 kV	4 Nos. 2,795 MVA
230/132kV	28 Nos. 15,825 MVA
	2 Nos. 550 MVA (Others)
230/33KV	1 Nos. 420 MVA
	4 Nos. 970 MVA (Others)
132/33kV	126 Nos. 26,003 MVA
	42 Nos. 6,992 MVA (Others)
Dispatch Capacity at 33kV level	30,946 MW (Including all organizations)
Last Five years achievement	
400/230kV	4 Nos. 6,675 MVA
400/132 kV	3 Nos. 2,145 MVA
230/132kV Substation	8 Nos: 4,500 VA
230/33KV Substation	1 Nos: 420 VA
132/33kV Substation	26 Nos. 4,732 MVA
400kV Transmission Line	1,492 Circuit km
230kV Transmission Line	877 Circuit km
132kV Transmission Line	1,363 Circuit km



Dhaka Power Distribution Company Limited

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি। ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) ২৫ অক্টোবর, ২০০৫ সালে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে গঠিত হয় যার অনুমোদিত শেয়ার ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি যা ১০০ (একশত) কোটি ১০০ টাকা দামের সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। ২৫ অক্টোবর, ২০০৫ থেকে ডিপিডিসি ব্যবসা আরম্ভ করার অনুমতি লাভ করে এবং অপারেশন শুরু করে ১৪ মে ২০০৭ থেকে। ডেসা থেকে সকল সম্পদ ও দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে ১লা জুলাই, ২০০৮ থেকে কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে অপারেশন শুরু করে। ডিপিডিসি ৬,৫৫,৯০৮ জন গ্রাহক নিয়ে তার অপারেশন শুরু করে এবং বর্তমানে গ্রাহকের সংখ্যা ১৫,০৩,১৮১ (৩১ আগস্ট, ২০২১) এ পৌঁছেছে।

প্রচলিত আইনের কাঠামোর মধ্যে ডিপিডিসির সামগ্রিক পরিচালনার জন্য চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হলো পরিচালনা পর্ষদ। সরকার কর্তৃক মনোনীত ১২ (বারো) জন পরিচালক দ্বারা বোর্ড গঠিত। পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী, ডিপিডিসি'র কৌশলগত ফাংশন একটি ব্যবস্থাপনা দল দ্বারা পরিচালিত হয় যার প্রধান হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পাঁচ নির্বাহী পরিচালক (যথাক্রমে: নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট), নির্বাহী পরিচালক (ফাইন্যান্স) ও নির্বাহী পরিচালক (এডমিন এন্ড এইচআর))।

বিষয়	বর্ণনা	বিষয়	বর্ণনা
কোম্পানি নাম	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	কমার্শিয়াল অপারেশন	১ জুলাই, ২০০৮
নিবন্ধিত দপ্তর	বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা -১০০০	স্বীকৃত মূলধন	১০,০০০ কোটি টাকা
সদর দফতর	বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা -১০০০	হিউম্যান রিসোর্স (সেটআপ অনুযায়ী)	৫৭১৮
ইনকর্পোরেশন	২৫ অক্টোবর, ২০০৫	হিউম্যান রিসোর্স (বিদ্যমান)	৫৩৪৫ (১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২২)
এমপ্লয়ি (নিজস্ব)	৩৪২০ (১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২২)	বিভাগ	বিদ্যুৎ বিভাগ
এমপ্লয়ি (আউটসোর্স)	১৯২৫ (১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২২)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	প্রকৌশলী বিকাশ দেওয়ান
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়		

অপারেশনাল এবং বাণিজ্যিক (অর্থবছর ২০২১-২০২২)

বর্ণনা	পরিমাণ	বর্ণনা	পরিমাণ
মোট আয়তন	২৫০ বর্গ কিমি.	সর্বোচ্চ ডিমান্ড (জুলাই, ২০১৯)	১৮০৬.০০ মেগাওয়াট
মোট সঞ্চালন লাইন	৫৯১৬ কিমি.	জ্বালানি আমদানি (অর্থবছর ২০২০-২০২১)	১০১১৯৯.৪৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা
১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	২৫৬ কিমি.	এনার্জি এর সেলস(অর্থবছর ২০২০-২০২১)	৯৫৮০.৯০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা
৩৩ কেভি বিতরণ লাইন	৪৯৩ কিমি.	কর পরবর্তী মুনাফা (অর্থবছর ২০২০-২০২১)	১৬৬.৩৬ কোটি টাকা
.৪ কেভি ১১ কেভি ১১/০.৪ কেভি লাইন	৫১৬৭ কিমি.	সিস্টেম লস	৬.০৬ %
সাবস্টেশন সংখ্যা	৮৪ টি	জাতীয় কোষাগারে পেমেণ্ট	২২৭৮.৭৭ কোটি টাকা
বিতরণ ট্রান্সফরমার	২২৯৫২ টি	গ্রাহক সংখ্যা	১৬,৮৫,৮৪২ (৩১ জুলাই, ২০২৩)
৩৩/১১ কেভি পর্যায়ে ক্ষমতা	৪৩৬১ এমভিএ		

সিস্টেম লস



ডিপিডিসি'র সিস্টেম লস ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১৮.১৮%, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১৩.০৯%, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ১১.৬৮%, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১০.৫১%, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৯.৫৬%, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৯.৪৬% এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৯.৪১% ছিল। এছাড়াও গত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১৩২ কেভি লেভেলে সিস্টেম লস ৯.১৮% এবং ৩৩ কেভি লেভেলে ৮.৬৭%, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৮.৪০%, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৭.৪৯%, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৭.২৯%, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৬.৫৮% এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৬.৬৯% ছিল। **২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৬.০৬% ছিল।**

Dhaka Electricity Supply Company Limited

বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ সেক্টরের অব্যাহত সংস্কার/পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যুৎ বিতরণ পদ্ধতি পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও গুণগত মান পরিবর্তনের লক্ষ্যে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর আওতায় সরকারি মালিকানাধীন দেশের প্রথম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি হিসেবে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড এর যাত্রা শুরু হয়।

- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনঃ ৩ নভেম্বর ১৯৯৬
- বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুঃ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
- শেয়ার মার্কেটে তালিকাভুক্তিঃ ১৮ জুন ২০০৬ APSCCL-2021
- বিইআরসি থেকে লাইসেন্স প্রাপ্তিঃ ১৫ নভেম্বর ২০০৭
- অথরাইজড ক্যাপিটালঃ ২০০০ কোটি টাকা
- পেইডআপ ক্যাপিটালঃ ৩৯৮ কোটি টাকা
- বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগঃ ২৪ টি

ডেসকো আওতাধীন এলাকা

মিরপুর, পল্লবী, কাফরুল, কল্যাণপুর, ক্যান্টনমেন্ট, গুলশান, বনানী, মহাখালী, উত্তরা, উত্তরখান, দক্ষিণখান, বারিধারা, বাড্ডা, টঙ্গী এবং পূর্বাচলসহ প্রায় ৪০০

বর্গকিলোমিটার এলাকা ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ এর আওতাভুক্ত।

ডেসকো'র বিগত ১২ বছরের অর্জন

ক্রম	বিবরণ	জুন ২০২২
১	গ্রাহক সংখ্যা (জন)	১২৪০১৪০
২	প্রি-পেমেন্ট/স্মার্ট মিটার (সংখ্যা)	৬৭১৭৮১
৩	সিস্টেম লস (%)	৫.৭২
৪	বকেয়ার সমমাস	১.৪৬
৫	১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (সংখ্যা)	৭
৬	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (সংখ্যা)	৫৩
৭	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	২৯২০/৪০৮৮
৮	সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)	১৪৭৫
৯	১১ কেভি ফিডার (সংখ্যা)	৫৬৮
১০	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)	৫৭৩২.৫৩৫

কোম্পানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প – ২০২১ এর আওতায় “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও “সবার জন্য বিদ্যুৎ” এর লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎ খাতের পুনর্বিদ্যায়, পুনঃগঠন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জেনারেশন, ট্রান্সমিশন ও বিতরণ ক্ষেত্রের জবাবদিহিতা ও উন্নততর সেবা নিশ্চিত করতে ১ লা অক্টোবর, ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে সকল সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী (নেসকো) লিমিটেড বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রচলিত আইন কাঠামোর মধ্যে নেসকো লিঃ এর সামগ্রিক পরিচালনার জন্য চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হলো পরিচালনা পর্ষদ। সরকার কর্তৃক



মনোনীত পরিচালক দ্বারা বোর্ড গঠিত। পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী, নেসকো লিঃ এর কৌশলগত কার্যক্রম একটি ব্যবস্থাপনা দল দ্বারা পরিচালিত হয় যার প্রধান হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালকগণ।

নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী (নেসকো) লিমিটেড বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর একটি প্রতিষ্ঠান। নেসকো লিঃ উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলার আওতাধীন ২৪ টি উপজেলা শহর ও শহরাঞ্চলের প্রায় ১৫ লক্ষ গ্রাহক গণকে ৫৫ টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ/ বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিট এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও সশ্রমী বিদ্যুৎ সরবরাহ, অধিকতর ভাল গ্রাহক সেবা প্রদান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

Authorized Capital : BDT 250 crore divided into 2.5 crore equity shares of BDT 100 each.

Paid Up Capital : 999,900 taka divided into 9999 Nos equity shares of BDT 100 each.

S N	Description	Data
1	Total no. of Consumer (Till June- 2021) Rajshahi	948148
	Total no. of Consumer (Till June- 2021) Rangpur	741147
	Total no. of Consumer	1689295
2	Import Unit Rajshahi (FY- 2020 - 2021)	2521.461 Million kWh
	Import Unit Rangpur (FY- 2020 - 2021)	1699.276 Million kWh
	Company Total (FY- 2020 - 2021)	4220.737 Million kWh
3	Gross Billed Amount Rajshahi (FY- 2020 - 2021)	16552.271 Million TK
	Gross Billed Amount Rangpur (FY-2020 - 2021)	10548.093 Million TK
	Company Total (FY- 2020 - 2021)	27100.364 Million TK
4	Gross Collected Amount Rajshahi (FY- 2020 - 2021)	16618.296 Million TK
	Gross Collected Amount Rangpur (FY- 2020 - 2021)	10288.156 Million TK
	Company Total (FY- 2020 - 2021)	26906.452 Million TK
5	Consumer growth rate (FY- 2020 - 2021)	7.67%

West Zone Power Distribution Company Limited

কোম্পানি প্রোফাইল

কোম্পানীর নাম: ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

মূলধন: ২৫০ কোটি টাকা

শেয়ারের সংখ্যা: ২.৫০ কোটি

কোম্পানীর অবস্থা: পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

অন্তর্গত তারিখ: ০৪ নভেম্বর ২০০২

অনুমোদিত পরিশোধিত মূলধন: ১০ লাখ টাকা

নিরীক্ষক: জামান হক অ্যান্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ঢাকা, বাংলাদেশ

এক নজরে ওজোপাড়িকো

সরকার বিদ্যুৎ সেক্টরের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার গ্রহন করেছেন। সরকার এ লক্ষ্যে, কতিপয় সংস্কার কর্মসূচী গ্রহন করেছেন। সংস্কার কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ সেক্টর বিভাজনসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিচালনা ও বিতরণ ব্যবস্থায় সিস্টেম লস হ্রাসকরণ ও আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী আইন/১৯৯৪ এর অধীনে নভেম্বর/২০০২ সালে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী হিসেবে ওজোপাড়িকো গঠন করা হয়।



পহেলা অক্টোবর, ২০০৩ সালে বিউবোর বিতরণ, পশ্চিমাঞ্চল, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ভৌগোলিক এলাকা বাদে, খুলনা, বরিশাল ও বৃহত্তর ফরিদপুর বিভাগের ২১টি জেলা ও ২০টি উপজেলায় কর্মরত মানবসম্পকে ওজোপাড়িকোতে লিয়েনে হস্তান্তর করা হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর পহেলা এপ্রিল, ২০০৫ সালে ওজোপাড়িকো স্বাধীনভাবে তৎকালীন বিউবোর বিতরণ পশ্চিমাঞ্চলে তার নিজস্ব কার্যক্রম শুরু করেন। ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে লিয়েন শেষে বিউবোর বিতরণ, পশ্চিমাঞ্চলে লিয়েনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ওজোপাড়িকোর চাকুরীতে যোগদান করেন।

এক নজরে ওজোপাড়িকোঃ

আওতাধীন জেলাঃ ২১ টি । আওতাধীন উপজেলাঃ ২০ । ইএসইউ এর সংখ্যা ৪৮ টি । মোট গ্রাহক সংখ্যা ১৫,৩৬,৪৭৪ জন । প্রি-পেইড মিটার গ্রাহক সংখ্যাঃ ৩,৬৭,৮৫৭ জন । সিস্টেম লসঃ ৮.০৪% । বিদ্যুৎ শক্তি আমদানি ৮০৩.২৩২ মিকিওঘ ও বিদ্যুৎ শক্তি বিক্রয় করে ৭৩৮.৬৮৫ মিকিওঘ । বিতরণ উপকেন্দ্র ও লাইনঃ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ৭৯ টি , ১৭৯৩.৪৫ এমভিএ । ৩৩ কেভি লাইন ২০৫৫.২৫ কিমি । ১১ কেভি , ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইন ১০২৫৬.২ কিমি । মোট ১২১৪০.৩ কিমি । বিতরণ ট্রান্সফরমারঃ ১১/০.৪ কেভি ট্রান্সফরমার - ৯৮১২ টি । সর্বোচ্চ চাহিদাঃ অফপিক - ৬৪০ মেওঃ পিকঃ ৬২২.০ মেওঃ প্রি -পেমেন্ট মিটার স্থাপনের সংখ্যা - ৭৩,২৫১ টি । স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের সংখ্যা - ৪২৭০০৬ টি নেট মিটার স্থাপনের সংখ্যা ২০৪ টি ।

Electricity Generation Company of Bangladesh

ইতিহাসঃ

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ সেক্টর রিফর্ম এর আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২৩ নভেম্বর ১৯৯৬ তারিখে মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড গঠিত হয়। পরবর্তীতে, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ তারিখে মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এর নাম পরিবর্তিত হয়ে ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি) হয়। ইজিসিবি ১৫ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা।

পরিচিতিঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার মাধ্যমে ইজিসিবি'র কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্প তিনটির মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ ২'১২০ মেওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট (পিপিপি) হতে ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে, হরিপুর ৪১২ মেওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (সিসিপিপি) হতে ০৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেওঃ সিসিপিপি এর সম্পূর্ণ সাইকেল (গ্যাস টারবাইন) হতে ০১ মে ২০১৮ তারিখে এবং কয়লাইন্ড সাইকেল (স্টীম টারবাইন) হতে ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। ইজিসিবি লিঃ এর তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯৫৪ মেওঃ।

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” শ্লোগানে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ইজিসিবি বিভিন্ন মেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফেনী এবং মুন্সীগঞ্জ জেলায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি কয়লা, ডুয়েল-ফুয়েল, লিকুইড ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০২০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা, এসডিজি, পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ এর সাথে সঙ্গতি রেখে এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরতা কমানো ও কার্বন নির্গমন হ্রাসকরণে বাংলাদেশের Nationally Determined Contribution (NDC) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইজিসিবি ফেনী জেলার সোনাগাজীতে সৌর ও বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সৌর এবং বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাটতি পূরণ করা এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন, জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জ্বালানী বহুমুখীকরণ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, লো-ভোল্টেজ সমস্যা দূরীকরণ, কারিগরী লস কমানো, অধিক সংখ্যক লোককে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আওতায় আনা, দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপরোক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইজিসিবি ২০ মে ২০১৯ তারিখে বুরো ভেরিটাস সার্টিফিকেশন হোল্ডিং SAS- যুক্তরাজ্য শাখা থেকে ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 এবং ISO 45001:2018 সনদ অর্জন করে। ইজিসিবি Enterprise Resource Planning (ERP) এবং Enterprise Asset Management (EAM) এর সাতটি মডিউল বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ একটি সরকারি মালিকানাধীন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাওয়ার হাব। এর ০৮ টি ইউনিটের বর্তমান মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৬৯০ মেগাওয়াট। বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎখাত উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)



২৮ জুন ২০০০ তারিখে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ –এর অধীনে নিবন্ধিত হয়। এপিএসসিএল –এর নিবন্ধন নং ৪০৬৩০ (২৩২৮)/২০০০। ২২ মে ২০০৩ তারিখে বিপিডিবি এবং এপিএসসিএল এর মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সাময়িক বিক্রেতা চুক্তির মাধ্যমে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কমপ্লেক্স কে (সম্পদ ও দায় সহ) এপিএসসিএল-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ০১ জুন ২০০৩ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানীর সকল কার্যক্রম শুরু হয় এবং পাওয়ার স্টেশনের অপারেশন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম সহ কোম্পানীর সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক(প্রকৌশল), নির্বাহী পরিচালক(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) এর সমন্বয়ে গঠিত ম্যানেজমেন্ট টিম এর উপর ন্যস্ত করা হয়।

কোম্পানির আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী মোট শেয়ারের ৯৯.৯৯% বিপিডিবি এবং অবশিষ্ট শেয়ার অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ -এর মধ্যে বিতরণ করা হয়।

এই পাওয়ার স্টেশনে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয় এবং জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে পুরো দেশ জুড়ে ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই পাওয়ার স্টেশন দেশের মোট চাহিদার ৮.৭৬% -এরও বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধান জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্টীম তৈরি এবং শীতলীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পানি মেঘনা নদী থেকে নেওয়া হয়। শীতলীকরণের জন্য ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিসচার্জ চ্যানেল দিয়ে নদীতে ছাড়া হয়। উল্লেখ্য যে, শুষ্ক মৌসুমে ডিসচার্জ চ্যানেলের বিপুল পরিমাণ পানি আশুগঞ্জ, সড়াইল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রায় ৩৬,০০০ একর জমি সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়।
ইতিহাস ও কার্যাবলি

কর্পোরেট অফিস	নাতানা রহিম আরডেন্ট (লেভেল-৮) ১৮৫, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর	সি-৪০৬৩০ (২৩২৮)/২০০০
জয়েন্ট স্টক কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধের তারিখ	২৮ জুন ২০০০
কোম্পানীর ধরণ	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
কাজের ধরণ	বিদ্যুৎ উৎপাদন
বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট সমূহ	০৬টি (গ্যাস ইঞ্জিন: ০১টি, সিসিপিপি: ০৪টি, মডিউলার: ০১টি) ৫০ মেঃ ওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট ২০১২ সালে চালু করা হয়। ২০০ মেঃ ওঃ মডিউলার পাওয়ার প্ল্যান্ট ২০১৫ সালের মে মাসে চালু করা হয়। ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি (জিটি এবং এসটি) ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চালু করা হয়। আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (সাউথ) ২০১৬ সালের জুলাই মাসে চালু করা হয়। আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (নর্থ) ২০১৭ সালের জুন মাসে চালু করা হয়। আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইস্ট) ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে চালু করা হয়।
স্থাপিত ক্ষমতা	১৬৪৭ মেগাওয়াট
বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা (নেট আউটপুট)	১৫৭১.০৩ মেগাওয়াট
চলমান প্রকল্প সমূহ	আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইস্ট) পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট –এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎখাত উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল) ২৮ জুন ২০০০ইং তারিখে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ –এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে ০১ মার্চ ২০০৩ইং তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়। এপিএসসিএল –এর

নিবন্ধন নং ৪০৬৩০ (২৩২৮)/২০০০। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং এপিএসসিএল এর মধ্যে ২২ মে ২০০৩ইং তারিখে স্বাক্ষরিত ১ম Provisional Vendor's Agreement এর মাধ্যমে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন (এপিএস) কমপ্লেক্স -কে এপিএসসিএল -এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ০১ জুন ২০০৩ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানীর সকল



কার্যক্রম শুরু হয় এবং পাওয়ার স্টেশনের অপারেশন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম সহ কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), নির্বাহী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) এর সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থাপনার উপর ন্যস্ত করা হয়।

এপিএসসিএল এর অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকা, যা ১০ টাকা মূল্যের ৫০০ কোটি শেয়ারে বিভক্ত। বর্তমানে কোম্পানীর পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১২১৮.৭৬ কোটি টাকা। প্রাথমিক ভাবে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ টাকা। গত ২২ মে ২০০৩ইং তারিখে স্বাক্ষরিত ১ম Provisional Vendor's Agreement এর মাধ্যমে বাবিউবো'র নামে ৬৬১.৪০ কোটি টাকার শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২০ইং তারিখে স্বাক্ষরিত Final Vendor's Agreement এর মাধ্যমে বাবিউবো'র নামে অতিরিক্ত ৫৫৭.২৬ কোটি টাকার শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে কোম্পানীর মোট শেয়ারের ৯৯.৯৯% বিপিডিবি এবং অবশিষ্ট শেয়ার অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর মালিকানায় রয়েছে।

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা যেমনঃ নদী, ভারী সরঞ্জামাদি পরিবহন সুবিধা (সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথ), জ্বালানী উৎস (গ্যাস নেটওয়ার্ক) ইত্যাদি আবশ্যিক সুবিধাসমূহ বিবেচনা করে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার “আশুগঞ্জ” উপজেলায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি বিদেশী নির্মাণ কোম্পানির সাথে ১৯৬৬ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ‘আশুগঞ্জ’ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের কাছাকাছি এবং মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত বলে সে সময়ে দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারিত হয়। মেঘনা রেলসেতুর উত্তর-পূর্ব দিকের ৩১১ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ১৯৬৬ সালে জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তায় আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে মোট ১২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৮ সালে প্রধান যন্ত্রপাতিসমূহের স্থাপন কাজ শুরু হয় এবং ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে ইউনিট দুটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। উক্ত ২টি প্রকল্পের পাশাপাশি ভবিষ্যতে অন্য আরও ৩টি ইউনিট স্থাপনের জন্য কিছু অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতায়ুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তদানুযায়ী জার্মানির মেসার্স Lahmyer International কে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা শেষে প্রতিটি ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি ইউনিট (ইউনিট ৩, ৪ ও ৫) স্থাপনের পক্ষে মতামত প্রদান করে। IDA, KFW (German Govt.), কুয়েত, OPEC তহবিল ও ADB এর আর্থিক সহায়তায় এই ৩টি ইউনিট স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো স্থাপিত হওয়ায়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সরঞ্জাম

সমূহ ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়। Turbo - জেনারেটরের অংশ সরবরাহ ও স্থাপন করে জার্মানির মেসার্স BBC (বর্তমান ABB) এবং বয়লার অংশ জাপানের IHI কোম্পানির তৈরি এবং সরবরাহ ও স্থাপনের কাজ করে জাপানের মেসার্স Mitsui and Co. অন্যান্য প্রধান যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং স্থাপন করে মেসার্স BBC (জার্মানি), মেসার্স IHI (জাপান), মেসার্স KDC (কোরিয়া) এবং মেসার্স PCC (কোরিয়া)। মেসার্স Lucky International (কোরিয়া) 230KV আশুগঞ্জ-ঘোড়াশাল সঞ্চালন লাইন স্থাপনের কাজ করে।

এই তিনটি ইউনিট পর্যায়ক্রমে ডিসেম্বর, ১৯৮৬ এবং মে, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে চালু করা হয়। ইউনিট ৩ ও ৪ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় ব্রিটিশ আর্থিক সহায়তায় একটি কনসাল্টেন্ট সাইকেল প্ল্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৫৬ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি গ্যাস টারবাইন এবং ৩৪ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি স্টীম টারবাইন নিয়ে গঠিত কনসাল্টেন্ট সাইকেল প্ল্যান্টটির মোট ক্ষমতা ছিল ১৪৬ মেগাওয়াট। ইউনিটটির প্রধান যন্ত্রপাতি তৈরি এবং স্থাপনের কাজ করে ইংল্যান্ডের GEC কোম্পানি (বর্তমান ALSTOM,UK)। কনসাল্টেন্ট সাইকেল প্ল্যান্টটির জিটি-১, এসটি এবং জিটি-২ ইউনিট সমূহ পর্যায়ক্রমে ১৯৮২, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ইং সালে চালু হয়।

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০১০ সালে এপিএসসিএল সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। স্পেন ভিত্তিক স্বনামধন্য কোম্পানী TSK প্রকল্পটির ঠিকাদার হিসেবে কাজ করে। ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখ থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মোকাবিলায়, এপিএসসিএল ২০১৩ সালে আরও ৪টি জ্বালানী সাশ্রয়ী বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি, ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ), ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ) ও ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে, আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি প্রকল্পটি কোরিয়ান The Consortium of Hyundai Engineering Co., Ltd. and Daewoo International Corporation এর মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়, যা ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ইং তারিখে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে এই প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ২২৩ মেগাওয়াট। ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার প্রকল্পটি পিপিপি এর আওতায় দেশীয় স্বনামধন্য কোম্পানী ইউনাইটেড এ্যানার্জির সাথে যৌথভাবে United Ashuganj Energy Ltd. (UAEL) কোম্পানী গঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়, যা ০৮ মে ২০১৫ইং তারিখে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫ মেগাওয়াট। আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ) প্রকল্পটি স্পেন ও সুইডেন ভিত্তিক স্বনামধন্য কোম্পানী The Consortium of Inepectra International AB, Sweden and TSK Electronica Electricidad S.A.,



Spain. কোম্পানী যৌথভাবে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইপিএস হিসেবে কাজ করে, যা ১৮ জুলাই ২০১৬ইং তারিখে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৩৮৩ মেগাওয়াট। আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি ও আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ) প্রকল্পদ্বয় ECA অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়। সর্বশেষ বাস্তবায়িত আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ) প্রকল্পটি উন্নয়ন অংশীদারী সংস্থা ADB ও IDB এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে স্পেন ভিত্তিক কোম্পানী The Consortium of Technicas Reunidas S.A & TSK Electronica Y Electricidad S.A, Spain যৌথভাবে ইপিএস হিসেবে কাজ করে, যা জুন, ২০১৭ই এ বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হয়। বর্তমানে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৩৮৬ মেগাওয়াট। ইতোমধ্যে কারিগরী আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ায় ইউনিট ১ এবং ইউনিট ২ কে অবসর প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এপিএসএল-এর চলমান ৮টি ইউনিটের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৬৯০ মেগাওয়াট।

সরকারে জ্বালানী বহুমুখীকরণ উদ্যোগের আওতায়, এপিএসএল গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি কয়লাভিত্তিক ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে, এপিএসএল পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের ৯২৫.৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও, স্বাধীনতার পূর্বে স্থাপিত ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ১ম কনস্ট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টটির লাইফ টাইম শেষ হওয়ায়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই সাথে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জায়গায় নতুন জ্বালানী সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এপিএসএল এর ১ম কনস্ট্রাক্ট সাইকেল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গত জুলাই, ২০১৮ইং তারিখে শুরু হয়, যা ২০২১ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে আসবে। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৩১ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারী সংস্থা ADB, IDB ও GoB বর্ণিত প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। চায়নাভিত্তিক CNTIC-CCOEC Consortium প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছে। এপিএসএল এর ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় পুরাতন বিদ্যুৎ **Coal Power Generation Company Bangladesh Limited**

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান যা ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ ইং তারিখে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের সিংহভাগই উৎপন্ন হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে এবং ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ চাহিদার তুলনায় গ্যাসের মজুদ নিতান্তই অপ্রতুল। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো ও প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে, জ্বালানী হিসেবে কয়লা তুলনামূলক

কেন্দ্র সমূহের (ইউনিট ১ থেকে ৫) স্থলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। এছাড়া, বিকল্প জ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে ১০০ মেগাওয়াট গ্রীড টাইড সোলার পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের কাজ চলছে।

এপিএসএল কর্তৃক বাস্তবায়িত বিদ্যুৎ কেন্দ্রেগুলোর প্রধান জ্বালানী হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বাষ্প তৈরি এবং শীতলীকরণের জন্য মেঘনা নদীর পানি ব্যবহার করা হয়। শীতলীকরণের জন্য ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিসচার্জ চ্যানেল দিয়ে নদীতে ছাড়া হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শুষ্ক মৌসুমে ডিসচার্জ চ্যানেলের পানি একটি সুইস গেট—এর সাহায্যে আশুগঞ্জ- সরাইলের এর বিশাল এলাকার প্রায় ৩৬,০০০ একর জমি সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়।

BR Power

বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ (বিআরপিএল) একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যাহা সরকারের ভিশন বাস্তবায়নকল্পে ও ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছানোর অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে নিরলস ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) ও রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিএল) এর যৌথ উদ্যোগে সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ২০১০ সালের ১০ নভেম্বর যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক এর দপ্তর হতে বিআরপিএল নিবন্ধিত হয়।

বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ (বিআরপিএল) বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করে আসছে। উন্নয়নশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ (বিআরপিএল) বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখছে।

বিদ্যুৎ ক্রয়কারী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)। কড্ডা ১৫০ মে:ও: ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন ক্ষমতা ১৪৯.৩৫৬ মে:ও:।

মিরসরাই ১৫০ (°১০%) মে:ও: ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

শ্রীপুর ১৫০ মে:ও: এইচ এফ ও ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প

ভাবে স্বল্প মূল্যের হওয়ায় সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সম্পূর্ণ সরকারের মালিকানাধীন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২০১১ সালে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড গঠন করা হয়। দেশের বিদ্যুৎ খাতে জ্বালানী বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে প্রাধান্য দিয়ে জাপান সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Power System Master Plan (PSMP) প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিপিজিসিবিএল সর্বাধুনিক আন্ড্রাসুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে সিপিজিসিবিএল বেসরকারীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিমালা অথবা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ অথবা



সরকারের অন্য কোন নীতিমালা অনুসরণকরতঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে।

মাতারবাড়ি ২*৬০০ মেগাওয়াট। ইউনিট টেস্টিং ও কমিশনিং জানুয়ারী, ২০২৪। বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার হাউজ, বয়লার, Water Treatment Plant ও চিমনি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণকালীন সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও স্থানীয় গ্রামীণ জনপদের বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে চকোরিয়া-মাতারবাড়ি ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ও মাতারবাড়ি ১৩২/৩৩ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণসহ মাতারবাড়ি ও ধলঘাটা এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

North West Power Generation Company Limited

বিদ্যুৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মূল চালিকাশক্তি। জিডিপি-এর টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্য টেকসই, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন। আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও গ্যাস সরবরাহের অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার মিশ্র জ্বালানি (গ্যাস, কয়লা, তরল জ্বালানি, পারমাণবিক শক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি), প্রতিবেশী দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি এবং লোড ম্যানেজমেন্ট-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন তথা সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সরকারের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অংশীজন হিসেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল) নিরলসভাবে নিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ ও সিস্টেমের লো-ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনকল্পে সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প এবং খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্পদ্বয়ে অর্থায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি'র মধ্যে গত ২৮.০৬.২০০৭ তারিখে একটি ঋণ চুক্তি (ঋণ নং- ২৩৩২-বিএএন) স্বাক্ষরিত হয়। এডিবি'র ঋণ কার্যকর করার লক্ষ্যে গত ২৮.০৮.২০০৭ ইং তারিখে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত বিদ্যুৎ খাত সংস্কার নীতিমালা এবং কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর আওতায় নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান) গঠিত হয়।

কোম্পানির আওতায় বর্তমানে ছয়টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলমান রয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। কোম্পানি সাশ্রয়ী মূল্যে সব ধরনের জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোন আকারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের ক্ষমতা অর্জন করেছে। বিদ্যুৎ খাতে অসামান্য অর্জনের জন্য কোম্পানি বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া,

Nuclear Power Company of Bangladesh Limited:
পৃথিবী ব্যাপী পারমাণবিক বিদ্যুতের ব্যবহার

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড আইএসও ৯০০১:২০১৫, আইএসও ১৪০০১:২০১৫, আইএসও ৪৫০০১:২০১৮ সনদ অর্জন করেছে। সম্প্রতি 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৮'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌঃ এ. এম. খোরশেদুল আলম।

কোম্পানির বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০৬৩ মেঃওঃ। আশা করা যায়, ২০২৫ সালের মধ্যে কোম্পানির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯,০০০ মেঃওঃ এর উর্ধ্বে হবে। এছাড়া, কোম্পানিটি দ্রুততম সময়ে শক্তিশালী ব্রান্ড ইমেজসহ দেশের নেতৃত্বশীল বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থায় পরিগণিত হবে।

কোম্পানীর নিবন্ধন ও ব্যবসা শুরু তারিখঃ

২৮ আগস্ট, ২০০৭

নিবন্ধিত অফিসঃ

ইউটিসি বিল্ডিং (লেভেল-৪), ৮ পাহুপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা।

কর্পোরেট অফিসঃ

ইউটিসি ভবন (লেভেল-৩ ও ৪)

৮ পাহুপথ, কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫

কোম্পানীর ধরণঃ

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী

আইএসও সনদপত্রঃ

ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified

ব্যবসার প্রকৃতিঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদন

বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুঃ

নভেম্বর, ২০১২

বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতাঃ

৩০৬৩.১৩ মেঃওঃ

বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের ক্ষমতাঃ

৩৫৭৮ মেঃওঃ

ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)

সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)

সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)

খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মধুমতি ১০০ মেঃওঃ এইচএফও চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র

সিরাজগঞ্জ ৭ দশমিক ৬ মেঃওঃ (পিক) গ্রীড কানেক্টেড

সোলার ফটোভোল্টাইক পাওয়ার প্লান্ট

যৌথ উদ্যোগ

৪. পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ফেইজ)

বর্তমানে পৃথিবীর ৩০টি দেশে ৪৪৯টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলো থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণ মোট



উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রায় ১২ শতাংশ। ১৪টি দেশে আরও ৬টি প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ ২৭টি দেশে ১৭৩টি প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। এগুলোর মধ্যে ৩০টি প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রই নির্মাণ করা হবে পরমাণু বিশ্বে নবাগত দেশসমূহে, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

উল্লেখ্য, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বর্তমানে ২১ টি প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লি চালু রয়েছে। এছাড়া আরও ৬ টি নির্মাণাধীন রয়েছে এবং ২৪ টি প্যারমাণবিক চুল্লি পরিকল্পনাধীন রয়েছে। দেশটি ২০২৪ ও ২০৫২ সাল নাগাদ যথাক্রমে ২৭,৪৮০ মেগাওয়াট ও ৬৩,০০০ মেগাওয়াট প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। অন্যদিকে, চীনে বর্তমানে ৩০টি প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লি চালু রয়েছে। এছাড়া আরও ২৪ টি নির্মাণাধীন রয়েছে। দেশটি আগামী ২০২০ সাল নাগাদ ৩০,০০০ মেগাওয়াট প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া প্যারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশ্বের ষষ্ঠতম দেশ। দেশটিতে বর্তমানে বিদ্যুতের মোট চাহিদার প্রায় ২৮ শতাংশ প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে, ২৫ টি প্যারমাণবিক চুল্লি চালু রয়েছে এবং নির্মাণাধীন রয়েছে ৩টি এবং আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে দেশটি মোট চাহিদার ৪৯% প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এ প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহার করে একটি অনুন্নত দেশ (**least developed country**) যে কত দ্রুত উন্নত দেশে (**developed country**) উন্নীত হতে পারে দক্ষিণ কোরিয়া তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ যেমন- ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়াও বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্যারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তেল-সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০২০ সালের মধ্যে ৪টি প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যে তিনটির নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। আগামী বিশ বছরের মধ্যে সৌদি আরবে ১৬ টি প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের নাইজেরিয়া ও কেনিয়া, ইউরোপের তুরস্ক, বেলারুশ, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশসমূহ প্রথমবারের মতো প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নতুন প্রজন্মের প্যারমাণবিক প্রযুক্তি যথেষ্ট উন্নত ও নিরাপদ এবং এ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে **Energy Security**’র অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সমগ্র বিশ্বে বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ জগতে বাংলাদেশের প্রবেশ

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করলে দেশের আর্থসামাজিক তথা নাগরিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে দেশের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাত প্রধানত গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লার মজুদ আমাদের দেশে অত্যন্ত সীমিত। ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশকে আমদানী নির্ভর তরল পেট্রোলিয়ামের উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানী হিসেবে

ব্যবহার করার ফলে পেট্রোক্যামিক্যালস জাতীয় শিল্পদ্রব্য তৈরিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, কৃষির জন্য সার উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এলপি গ্যাস আমদানি করতে হচ্ছে। তেল ও কয়লা আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে বটে, কিন্তু সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। কৃষিকাজ এবং নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আমাদের আরও অনেক বেশি বিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন। এসব বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান সরকার একটি উপযুক্ত জ্বালানী-মিশ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য দ্রুতগতিতে কাজ করা হচ্ছে। এটা নিশ্চিতভাবে বর্তমান সরকারের উত্তম প্রয়াসগুলোর একটি।

আমাদের দেশে প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৬১ সালে। সেই লক্ষ্যে পাবনা জেলার রূপপুরে প্রকল্প এলাকার জন্য প্রায় ২৬০ একর এবং আবাসিক এলাকার জন্য ৩২ একর জমি অধিগ্রহণ করে ভূমি উন্নয়ন, অফিস, রেষ্ট হাউজ এবং বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণসহ ৭২টি আবাসিক ইউনিটের নির্মাণ কাজও আংশিকভাবে সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের অনেকগুলো সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর তৎকালীন সরকার কর্তৃক ১৯৬৩-৬৯ সালে প্রকল্পটি অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্য কারণে এতদসংক্রান্ত কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৭-৮৬ সালে এম. এস. সোপারটম কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন, ‘একনেক’ কর্তৃক প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১২৫ মেগাওয়াট) অনুমোদন এবং যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জার্মানী থেকে প্রস্তাব করা হয়। ১৯৮৭-৮৮ সালে জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডের উদ্যোগে আরেকটি ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯০ এর শেষের দিকে প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে উপরোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা এবং যথোপযুক্ত পদক্ষেপের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৯৬ সালে তদানীন্তন সরকার প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং জাতীয় জ্বালানী নীতি, ১৯৯৬ এ রূপপুর প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়। ১৬ অক্টোবর, ১৯৯৭ তারিখে তৎকালীন সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রূপপুর প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আই,এ,ই,এ-এর সুপারিশমালার আলোকে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রূপপুর প্যারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাক-বাস্তবায়ন পর্যায়ের কার্যাবলী বিশেষ করে সাইট নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০০ সালে সরকার কর্তৃক Bangladesh Nuclear Power Action Plan অনুমোদিত হয়। ২০০৯ সালে সরকার ‘ভিশন-২০২১’- বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে



২০২১ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিতকরণকল্পে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে ১৩ মে ২০০৯ তারিখে একটি ‘পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার’ বিষয়ক একটি ‘সমঝোতা স্বাক্ষর’, ২১ মে ২০১০ তারিখে ‘Framework Agreement’ স্বাক্ষর এবং ০২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে রূপপুরে প্রতিটি আনুমানিক ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন দু’ ইউনিট বিশিষ্ট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ২০১৩ সালের ১৫ জানুয়ারি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের নির্মাণ কার্যাদি সম্পাদনের জন্য ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের State Export Credit সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্ণিত চুক্তি মোতাবেক প্রযুক্তি সরবরাহকারি কোম্পানী রূপপুর প্রকল্পের জন্য উপযোগি সকল নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য- সম্বলিত ভিভিইআর পরিবারের সর্বাধুনিক বিদ্যুৎ চুল্লি সরবরাহ করবে। উক্ত কোম্পানি বর্তমানে রূপপুর প্রকল্প এলাকায় প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে নিযুক্ত রয়েছে।

বহুলাকাঙ্ক্ষিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবে। দেশের অর্থনীতির চাকাকে আরও সচল ও মজবুত করবে। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে।

রূপপুর প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোনসমূহ

১৯৬১

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৯৬২-১৯৬৮

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার পদ্মা নদী তীরবর্তী রূপপুর-কে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়। একাধিক সমীক্ষার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের যথার্থতা যাচাই করা হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ২৬০ একর এবং আবাসিক এলাকার জন্য ৩২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন, অফিস, রেষ্ট হাউজ, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ও কিছু আবাসিক ইউনিটের নির্মাণ কাজ আংশিক সম্পন্ন করা হয়।

১৯৬৯-১৯৭০

২০০ মেগা-ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বাতিল করে দেয়।

১৯৭২-১৯৭৫

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২০০ মেগা-ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। **APSC-2021**

১৯৭৭-১৯৮৬

মেসার্স সোফরাটম কর্তৃক পরিচালিত ফিজিবিলিটি স্টাডির মাধ্যমে রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়।

একনেক কর্তৃক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১২৫ মেগাওয়াট) নির্মাণ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৮৭-১৯৮৮

জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডের দুটি কোম্পানি কর্তৃক দ্বিতীয়বার ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়। উক্ত স্টাডির মাধ্যমে প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরী যৌক্তিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্টাডিতে ৩০০-৫০০ মেগা-ওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

১৯৯৭-২০০০

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. এম.এ ওয়াজেদ মিয়া কর্তৃক ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময়ে মানব সম্পদ উন্নয়নসহ কিছু প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ নিউক্লিয়ার পাওয়ার এ্যাকশান প্লান-২০০০ অনুমোদিত হয়।

২০০৮

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়।

২০০৯

‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে অপরিহার্য কার্যাবলী সম্পাদন’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রাথমিক কার্যাবলী ও পারমাণবিক অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

১৩ মে ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশান ফেডারেশনের স্টেট এটমিক এনার্জি কর্পোরেশন (রোসাটোম)-এর মধ্যে ‘পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার’ বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

২০১০

২১ মে ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে ‘পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার’ বিষয়ক Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়।

প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় কমিটি, মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে কারিগরি কমিটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ও ৮টি সাবগ্রুপ গঠন করা হয়।

১০ নভেম্বর ২০১০ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-এর মহাপরিচালক মি: ইউকিআ আমানো বাংলাদেশ সফর করেন এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে আইএইএ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।



২০১১

৯-১৫ নভেম্বর ২০১১ সময়ে বাংলাদেশের পারমাণবিক অবকাঠামোর সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য IAEA Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) mission পরিচালিত হয়।

২ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০১২

১৯ জুন ২০১২ তারিখে Bangladesh Atomic Energy Regulatory Act-2012 পাশ করা হয়।

২০১৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাশান ফেডারেশন সফরকালে (১৫ জানুয়ারী ২০১৩) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Preperatory stage of construction কার্যাদি সম্পাদনের জন্য State Export Credit চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (IGA) এবং State Export Credit Agreement-এর ভিত্তিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

২ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রথম পর্যায় কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

২০১৪-২০১৫

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Operating Organization প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিধান সম্বলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫ জারী করা হয়।

১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য Nuclear Power Plant Company Bangladesh Limited (NPCBL) গঠন করা হয়।

২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মূল পর্যায়ের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য General Contract for Rooppur Nuclear Power Plant Construction স্বাক্ষরিত হয়।

২০১৬

১০-১৪ মে ২০১৬ সময়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পারমাণবিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার বিষয়ে IAEA-এর সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি রিভিউ করার জন্য INIR follow-up mission পরিচালনা করা হয়।

২১ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Site Licence প্রদান করা হয়।

২৬ জুলাই, ২০১৬ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল পর্যায়ের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে স্টেট ক্রেডিট চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে রাশান ফেডারেশন ও বাংলাদেশ পক্ষের সমন্বয়ে গঠিত Joint Coordinating Committee (JCC)-এর একটি সভা গত ২২ জুন ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট Spent nuclear fuel management, nuclear fuel supply এবং operation and maintenance সংক্রান্ত Contract - এর বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০১৭

১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে “রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্পেন্ট ফ্যুয়েল রাশিয়ায় ফিরিয়ে নিতে পারস্পরিক সহায়তা” সংক্রান্ত একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০১৭ সালের এপ্রিল পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার এবং গ্লোবাল সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার এনার্জি পার্টনারশিপ(জিসিএনইপি) , ভারতের পরমাণু শক্তি সংস্থা, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে।

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক ইউকিয়া আমানো ২০১৭ সালের ৩ জুলাই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি এ কেন্দ্র স্থাপনে সকল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্পেন্ট ফ্যুয়েল রাশিয়ায় ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের সাথে ২০১৭ সালের ৩০ আগস্ট এক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৪ নভেম্বর ২০১৭ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অনুকূলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Design and Construction License প্রদান করা হয়।

৩০ নভেম্বর ২০১৭ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ নং ইউনিটের প্রথম কংক্রিট ঢালাই মাননীয় প্রধান মন্ত্রী উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পথে পা দিয়েছে এবং দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ ক্লাবে পদার্পণ করেছে। আশা করা যায়, আগামী ২০২৩ সালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হবে।

বছর ভিত্তিক বিদ্যুতের কোম্পানি সমূহের সিস্টেম লসঃ



FY	BPDB	REB	DPDC	DESCO	WZPDCL	NESCO	DISTRIBUTION	TRANSMISSION	TRANSMISSION & DISTRIBUTION
2022-23	7.92%	8.56%	5.71%	5.72%	7.33%	9.51%	7.65%	3.07%	10.33%

কোম্পানি সমূহের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যাঃ

পরিচালনা পর্ষদঃ

DESCO: 12

WZPDCL: 11

NESCO: 12

NWPGL: 12

EGCB: 12

PGCB: 12

CPGCBL: 12

BR-Power Gen: 12

DPDC: 12

APSCL:

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

Technology	Off-Grid	On-Grid	Total
Solar	356.01	321.41	677.43
Wind	2	0.90	2.90
Hydro	-	230	230
Biogas to Electricity	0.63	-	0.63
Biomass to Electricity	0.40	-	0.40
Total	359.01	552.31	911.42

Power Division: বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

বিষয়	২০২৪
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	১৫০
অবসরকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	০৩ (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	৩০, ০৬৭ (ক্যাপিটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ)
সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃওঃ)	১৫৬৪৮ (১৬ এপ্রিল, ২০২৩)
মোট সঞ্চালন লাইন (সা.কি.মি.)	১৫২৪০
গ্রিড সাব-স্টেশন ক্ষমতা (এমভিএ)	৬৬,৮৩৯
বিদ্যুৎ আমদানি (মেঃ ওঃ)	২৬৫৬
বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন (কি.মি.)	৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৬৭.৫৪
বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী (%)	১০০
মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কি.ও.ঘণ্টা)	৬০২ (ক্যাপিটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) (২০২২ - ২০২৩ অর্থবছর)
বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	৪ কোটি ৬৬ লক্ষ
সেচ সংযোগ সংখ্যা	৪ লক্ষ ৮৭ হাজার
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	৩৫৪৪০.৪৫ (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)
বিতরণ সিস্টেম লস (%)	৭.৬৫ (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র :

• নাম : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ঈশ্বরদী, পাবনা)

• শেষ : ২০২৩ সালে।

• কোন নদীর তীরে অবস্থিত : পদ্মা নদী

• অবস্থান : রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা



- উৎপাদন ক্ষমতা : ২৪০০ MW
- আয়ুকাল : ৫০ বছর
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান : স্টেট অটোমিক এনার্জি কর্পোরেশন (রােসাটম) রাশিয়া
- ইউনিট : ২ টি
- বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করী দেশের তালিকায় : ৩২ তম
- অর্থায়ন : রাশিয়া -১১.৩৮৫ বিলিয়ন ও বাংলাদেশ -১.২৬৫ বিলিয়ন
- ব্যবহৃত জ্বালানি :ইউরেনিয়াম
- পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র :
- নাম: কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কাণ্ডাই, রাঙ্গামাটি)
- প্রতিষ্ঠা লাভ : ১৯৬২ সালে।
- কোন নদীর তীরে অবস্থিত : কর্ণফুলী নদী
- অবস্থান : কাণ্ডাই রাঙ্গামাটি
- উৎপাদন ক্ষমতা : ২৩০ MW
- ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র :
- নাম : ভেড়ামারা, ডুয়েল ফুয়েল (ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া)
- অবস্থান : ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
- উৎপাদন ক্ষমতা : ৮১০ MW
- প্রস্তাবনা :১২ এপ্রিল ২০১৮
- পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র :
- নাম : পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কলাপাড়া, পটুয়াখালী)
- অবস্থান : কলাপাড়া, পটুয়াখালী
- বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা : ১৩২০ MW

- সর্বোচ্চ উৎপাদিত হবে : ৩৬০০ MW
- অর্থায়ন : চীন এবং বাংলাদেশ
- রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র :
- নাম : রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রামপাল, বাগেরহাট)
- অবস্থান : রামপাল, বাগেরহাট
- উৎপাদন ক্ষমতা : ১৩২০ MW
- বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন শুরু হবে : ২০২১ সালের আগস্টে
- কোন নদীর তীরে অবস্থিত : পশুর
- প্রতিদিন কয়লা লাগবে : ১০ হাজার মেট্রিক টন
- মাতার বাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র :
- নাম : মাতার বাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মহেশখালী, কক্সবাজার)
- অবস্থান : মহেশখালী, কক্সবাজার
- উৎপাদন ক্ষমতা : ১২০০ MW
- ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র :
- নাম : ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (পলাশ, নরসিংদী)
- অবস্থান : ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী
- উৎপাদন ক্ষমতা : ৯৫০ MW
- আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি
- লিঃ :
- নাম : আশুগঞ্জ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড
- অবস্থান : বি-বাড়িয়া, আশুগঞ্জ
- বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা : ১৫৭১.০৩ মেগাওয়াট
- স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা : ১৬৪৭ মেগাওয়াট
- কোন নদীর তীরে অবস্থিত : মেঘনা।।